# গুনাহের ক্ষতি

08-December-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

**(Bangla)**

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।**

## দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করে আর একটি ফেরেশতা সেই দরূদকে আমার নিকট পর্যন্ত পৌছানোর জন্য নিযুক্ত রয়েছে। **(মুজামু কাবির, ৮/১৩৪, নং: ৭৬১১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)** **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আমরা মুসলমান আর প্রত্যেক মুসলমানের এই আকিদা যে মৃত্যুর পর আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হতে হবে আর নিজের সারা জীবনের হিসাব দিতে হবে। নেকী ও গুনাহের উভয় পথ আমাদের সামনে রয়েছে। এখন সিদ্ধান্ত আমাদের করতে হবে যে অনুসরণের পথে চলে আমরা আল্লাহ পাকের সন্তুটি চাই নাকি গুনাহতে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি নিতে চাই। মনে রাখবেন! যদি নেকীর পথে চলি তাহলে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির সাথে সাথে অগণিত বরকত দ্বারাও ধন্য হয়ে যাবো। আর যদি গুনাহের রাস্তাকে অবলম্বন করি তাহলে আল্লাহ পাকের নাফরমানি ও গুনাহের ক্ষতির কারণে অভিশাপের শিকল আমাদের ভাগ্যে জুড়বে। আজকের বয়ান গুনাহের ক্ষতি সম্পর্কে শুনবো। আসুন প্রথমে দু'টি ঘটনা শ্রবণ করি:

## নামাযী ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ পাকের শাস্তি:

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি চাঁদের প্রথম রাতে কবরস্থানের পাশ দিয়ে গমন করলাম তখন আমি একজন ব্যক্তিকে কবর থেকে বের হতে দেখলাম যে সেই শিকল টানতেছে আমি দেখলাম যে আরেকজন ব্যক্তি শিকলকে পাকড়াও করে দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি বাহিরে বের হয়েছে তাকে নিজের দিকে টান দিলো এবং তাকে কবরের ভিতর ডুকিয়ে দিলো অতঃপর আমি তাকে সেই মৃতকে পহার করতে দেখলাম আর মৃত বলতে ছিলো: আমি কি নামায পড়তাম না? আমি কি ফরয গোসল করতাম না? আমি কি রোযা রাখতাম না? তখন সেই পহার কারী ব্যক্তি উত্তর দিলো: হ্যা! কেন নয় (তুমি আসলে এই কাজগুলো করতে) কিন্তু যখন তুমি একা থাকতে তখন সেই সময় আল্লাহ পাককে ভয় করতে না।

## শবে কদরেও শাস্তি:

হযরত ইবনে হাজর হাইতামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: অনুরুপ একটি ঘটনা আমার সাথে সংগঠিত হয়ে ছিলো: এমন হলো যে যখন আমি ছোট ছিলাম তখন নিয়মিত আমার পিতার কবরে হাজিরী দিতাম আর কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করতাম। একবার রমযানুল মোবারকে ফজরের নামায পড়ে সাথে সাথে কবস্থানে গেলাম, সম্ভবতো সেটা রমযান শেষ দিন বরং শবে কদর ছিলো। সেই সময় কবস্থানে আমি ব্যতিত কেউ ছিলো না। যাই হোক এখন আমি আমার পিতা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কবস্থানের পাশে বসে কুরআনে পাকের কিছু অংশ পাঠ করছিলাম যে হঠাৎ প্রচন্ড ওহ ওয়াহ এবং কান্নার আওয়াজ শুনলাম, ক্রন্দনকারী বার বার “আহ! আহ! আহ!”

বলছিলো, চুনা দ্বারা তৈরীকৃত উজ্জ্বলতা সাদা কবর থেকে নির্গত আওয়াজ আমাকে আতঙ্ক করে দিলো তখন আমি কিরাত বন্ধ করে সেই আওয়াজ শুনতে থাকি। আযাবে জড়িত ব্যক্তির এমন আহজারী করতেছে যেটা শুনে অন্তর হতাশ ও আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে, আমি কিছুক্ষণ পর্যন্ত সেই আওয়াজ শুনতে থাকি অতঃপর যখন দিন খুব আলোকিত হলো তখন সেই আওয়াজ শুনা বন্ধ হয়ে গেলো। যখন একজন ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে গমন করছে তখন আমি তাকে জিজ্ঞসা করলাম: এটা কার কবর? তখন সেই বললো: এটা অমুকের কবর। আমি সেই ব্যক্তিকে ছোট্ট কাল থেকে দেখতেছি যে সেই ব্যক্তি অধিকহারে মসজিদে আসা-যাওয়া করতো। সময় মত নামায আদায় করতো আর অনর্থক কথা-বার্তা বিরত থাকতো। যেহেতু আমি তাকে দেখে ছিলাম। সেই জন্য আমি তাকে চিনতে পারলাম। কিন্তু এই ব্যক্তির বর্তমান অবস্থা আমাকে অনেক গভীর চিন্তায় ফেলো দিলো আর আমার জানা হয়ে গেছে যে এই ব্যক্তি জীবনে নেক আমলকে কেবল প্রকাশ্য চদর বানিয়ে রাখছিলো। এরপর আমি তার সম্পর্কে ভালোভাবে জানা এমন ব্যক্তিদের নিকট তার সম্পর্কে জিজ্ঞসাবাদ করলাম তখন লোকেরা আমাকে বললো: সেই ব্যক্তি সূদ খেতো আর একজন ব্যবসায়ীও ছিলো। আর যখন তার নিকট সম্পদ কমে গেলো তখন সেই যালিম ও খারাপ নফস নিজের অবশিষ্ট জীবনে এই জামাকৃত পুজির দিয়ে অতিবাহিত করাতে সন্তুষ্টি ছিলো না আর শয়তান তার অন্তরে সূদের ভালোবাসা সজ্জিতকরে দিলো যেনো তার সম্পদে কম না হয় আর এই কারণে সেই রমযানে বরং শবে কদরেও এই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দ্বারা জড়জড়িত। **(জাহান্না মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১/৬৯)**

## গুনাহ নির্জনতায় হোক বা জনসম্মুখে গুনাহতো গুনাহ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বুঝা গেলো যে গুনাহ একলা হোক বা সবার সামনে, সেটা গুনাহই হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক নিজ নাফরমানকারী বান্দার উপর কঠোর আযাব দেন। চিন্তা করুন! উল্লেখিত ঘটনাতে এরা ঐসমস্ত লোক যারা প্রকাশ্যভাবে নেককার চিলো কিন্তু গোপনে গুনাহ করতো যার ফলে শাস্তিতে জড়িত হয়েছে আর অন্যদিকে আমরা যে প্রকাশ্য নির্ভীকভাবে গুনাহ করছি আর একটুও লজ্জা করি না আমাদের কি হয়ে গেছে?

হায়! একটু চিন্তা করুন! যদি এভাবে গুনাহ করতে করতে কবরে নামিয়ে দেয়া হয় আর আমাদরে উপর শাস্তি আরোপ করে দেয়া হয় তাহলে আমরা কি করবো? যদি সাঁপ-বিচ্ছু কাফন ছিঁড়ে আামাদের শরীরে হামলা করে তখন কোথায় যাবো? কবরের দেয়াল একত্রিত হওয়ার কারণে আমাদের পাঁজর হাড্ডি ভেঙ্গে একটি আপরটির প্রতি ঢুকে যায় তখন কেমন গুরুতর কষ্ট হবে? এক পাথরের আঘাত পর্যন্ত সহ্য হয় না যদি ফেরাশতা হাতুড়ি মারা আরম্ভ করে দেয় তখন এই দূর্ভল হাড়ের কি হবে? গুনাহ হওয়ার কারণে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির অবস্থায় সংগঠিত শাস্তিকে একটু কল্পনা করুন...অতঃপর সিদ্ধান্ত নিন যে আমরা গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ নাকি তাঁর শাস্তি সহ্য করা সহজ...! নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যে হতে কেউ তাঁর শাস্তি সহ্য করার ক্ষমা রাখেনা সেই জন্য আসুন এখনও সময় আছে তাওবা করে নিয় গুনাহ থেকে বাঁচতে গিয়ে আল্লাহ পাকের অনুসরণ ও অনুকরণে জীবন অতিবাহিত করি এরই মধ্যে সাফল্য রয়েছে। হযরত ইবনে হাজর হায়তামী মাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর একটি বাণী কিছুটা এভাবে নকল করেন: হে গুনাহগার!



www.dawateislami.net

তুমি গুনাহের মন্দ পরিণতি থেকে কেন নির্ভীক? অথচ গুনাহের অন্বেষণে থাকা গুনাহ করার চেয়েও বড় গুনাহ, তোমার ডানে-বামে ফেরেশতাদেরকে লজ্জা না করা ও গুনাহের প্রতি অটল থাকাও বড় গুনাহ অর্থাৎ তওবা ব্যতিত তোমার গুনাহের প্রতি অটল থাকা এর চেয়েও বড় গুনাহ, তুমি গুনাহ করে নেয়ার প্রতি খুশি হওয়া এবং অট্টহাসি দেয়া এর চেয়েও বড় গুনাহ অথচ তুমি জানো না যে আল্লাহ পাক তোমার সাথে কিরুপ আচর কারী? এবং তুমি গুনাহ করতে নাপারার কারণে দুঃখ প্রকাশ্য করাটা এর চেয়েও বড় গুনাহ। গুনাহ করার সময় প্রচন্ড বাতাসে দরজার পর্দা উঠে যায় তখন ভয় পেয়ে যাও কিন্তু আল্লাহ পাকের ঐ দৃষ্টিকে ভয় করো না যেটা তোমার প্রতি রাখে আর তোমার এই কজটি এর চেয়েও বড়। **(আযওয়াজির, মুকাদ্দামা ফি তা'রিফুল কাবির, ১/ ২৭)**

## মজলুম ও নিপীড়িত উপকারে রয়েছে:

হযরত শায়খ আবু তালিব মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কুতুল কুলুবে বলেন: নিজের গুনাহ নয় বরং অধিকাংশ অন্যের গুনাহই জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে যারা বান্দার হক বিনষ্টকারীর কারণ) মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। আর অগণিত সংখ্যা (নিজ নেকীর কারণে নয় বরং) অন্যের নেকী অর্জন করে জান্নাতে প্রবেশ হয়ে যাবে। **(কুতুল কুলুব,২/ ২৫৩)** স্পষ্টতো এটাই যে অন্যের নেকী অর্জন কারী সেই ব্যক্তি হবে যাদেরকে দুনিয়াতে অন্তরে কষ্ট ও হক বিনষ্ট করেছে। এভাবে কিয়ামতের দিন নির্যাতিত ও দরিদ্ররা উপকারে থাকবে।

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব আঁসুকা দরয়া এর ৪৮ পৃষ্ঠাতে হযরত ইমাম ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আর কতদিন নেক আমলে

অলসতা করবে? আর কতদিন মিত্যা আকাঙ্খা পূর্ণ করার লোভ-লালসা রাখবে? তোমরা অবকাশ পেয়ে প্রতারিত হচ্ছো আর মৃত্যুর গ্রাসকে স্বরণ করছো না। তোমরা যাতে জন্ম দিয়েছো (অর্থাৎ সন্তান) সেই মাটির জন্য এবং যা কিছু তোমরা নির্ণামান করেছো (অর্থাৎ ঘর ইত্যাদি) সেগুলো বিরাণ হওয়ার জন্য এবং যা কিছু তোমরা চঞ্চয় করেছো (অর্থাৎ ধন-সম্পদ) সেই গুলো ধ্বংস হওয়ার জন্য আর তোমাদের আমল কিয়ামতের দিনের জন্য একটি আমল নামা সংরক্ষিত রয়েছে। **(বাহুরুদ দুমু, ৩০ পৃষ্ঠা)**

## ভয়ে গুনাহ হলে এমন!

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হায়! জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি!! গুনাহ থেকে বিরত থাকা অত্যান্ত জরুরী অন্যথায় কঠিন পরিক্ষার সম্মুখিন হতে হবে। আমাদের নিজের গুনাহের প্রতি লজ্জিত হওয়া এবং এর কারণে দুঃচিন্তা হওয়া উচিত। হায়! যদি নসিব হয়ে যায়! এই বিষয়ে একটি ঘটনা শ্রবণ করুন: একবার একজন ইবাদতকারীদের একটি কাফেলা যার মধ্যে হযরত আতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও বিদ্যমান ছিলেন সফরে যাচ্ছিলেন, অধিক ইবাদতের কারণে ঐ ইবাদতকারীর চোখ ভিতরে দিকে ঢুকে গিয়ে ছিলো, পা ফুলে গেয়ে ছিলো এবং তরমুজের চিলকার মত দূর্বল হয়ে গেলো, মনে হয় যেনো এখনই কবর থেকে বেরিয়ে এলো। পথে একজন আবিদ বেহুশ হয়ে গেলেন এবং অত্যান্ত শীত হওয়ার সত্ত্বেও মাতা থেকে ভয়ের কারণে ঘাম ঝরতে লাগলো। হুশ আসার পর লোকেরা জিজ্ঞাস করাতে বললেন: যখন আমি এই জায়গা দিয়ে অতিক্রম করলাম তখন আমার স্বরণ আসলো যে অমুক দিন এই জায়গায় আমি গুনাহ করে ছিলাম। এই স্বরণে আমার অন্তরে আখিরাতের হিসাবের প্রতি ভয় এসে গেলো আর আমি বেহুশ হয়ে গেলাম। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২২৯)**

## পূর্বের উম্মতের মধ্যে আযাব আসার কারণ:

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের পূর্বের উম্মতের মধ্যে আযাব আসার কারণ এটা ছিলো। তাদের যে কাজের আদেশ করা হতো তা ছেড়ে দিতো এবং যে কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে তা করতো যেমন বর্ণিত আছে যে হযরত হুযায়ফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরজ করলেন: বনী ঈস্রাইলেরা কি দ্বীন ছেড়ে দিয়ে ছিলো যার কারণে তাদের বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রণা দায়ক আযাবে জড়িত করা হয়েছে যেমন তাদের আকৃতিসমূহ বিকৃত করে তাদের বনর ও শোওয়ার বানিয় দিয়েছে এবং নিজেকে নিজে হত্যা করার নির্দেশ দিলো? তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: না! বরং যখন তাদেরকে কোন কিছুর নির্দেশ দিতো তখন তারা সেটা ছেড়ে দিতো আর যখন কোন কাজ থেকে বাঁধা দিয়া হতো তখন (পরিণাম যাই হোক না কেন) সেটা করে নিতেন এই পর্যন্ত যে তারা নিজের দ্বীন থেকে এভাবে বের হয়ে গেলো যেভাবে মানুষ নিজের পোষাক থেকে বের হয়ে যায়। **(গুনাহোকি, নূখস, ৩১পৃষ্ঠা)**

আজ একটু চিন্তা করুন, নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ নিলে তাহলে আমাদে অবস্থা বিগত গোত্রের থেকেও খারাপ হবে। আমরা কি আল্লাহ ও তার রাসূলের আহকামের বিরুদ্ধে করি না? আমরা কি নামায তরক করি না? আমরা কি কোন কারণ ছাড়া রোযা ছেড়ে দিয় না? আমরা কি নিসাবের মালিক হওয়ার সত্ত্বেও যাকাত আদায় করাতে আলসতা করি না? আমরা কি মা-পিতাকে কষ্ট দিয় না? আমরা কি অন্যের হক বিনষ্ট করি না? আমরা কি নিষেধাজ্ঞা লিপ্ত হয় না? আমরা কি সমাজের মধ্যে গুনাহের বাজার গরম করি না? গীবত, চুগলী, গাল-মন্দ, সিনামা-নাটক, গান-বাজনা, ঘোষ ব্যবসাতে মিথ্যা ধোকা-বাজি ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহ সমাজে ব্যপক করি না? হ্যা অবশ্যয় করি সম্ভবত এই কারণে আজ কাল আমাদরে

ভিবিন্ন পেরাশাণী ও মুসিবততে গ্রেপ্তার, কেউ অসুস্থ্যতা, কেউ ঋণগ্রস্ত, কেউ সংকির্ণতা ও বেকারত্বতা, কেউ পারিবারিকভাবে পেরেশানের শিকার যে সম্পদ শালী সেই সম্পদ রক্ষার জন্য পেরাশান আর যার নিকট সম্পদ নেই সেই টেন্শনের শিকার, মোট কথা প্রত্যেক বান্দা কোন না কোন মুসিবতের গ্রেপ্তার নিঃসন্দেহে এই সবকিছু আমাদের গুনাহের ক্ষতি যদি আমরা এ সমস্ত পেরশান ও মুসিবত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় তাহলে সাথে সাথে গুনাহ থেকে তাওবা করে কুরআন ও সুন্নাতের আহকারেম উপর আমল কারা অভ্যাস গড়ে তুলুন। নিজেকে নিজে এবং প্রিয় বন্ধু-বান্ধবদের ও অনান্য আত্মীয়জনদেরকে গুনাহ থেকে বাচানোর জন্য আশেকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশেকে আপন করে নিন। কেননা দাওয়াতে ইসলামী জীবনের প্রতিটি বিষয়ে আশেকানে রাসূলকে আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাফরমানি থেকে বাচার শিক্ষা দিচ্ছে আর এই বিষয় প্রত্যেক মুসলমানের পর্যন্ত পৌছানোর জন্য নিজে ভরপূর চেষ্টা করছে কারণ একটি মুহুর্ত লক্ষাধিক অংশের জন্যও সহ্য করতে পারবে না। এই জন্য সর্বদা প্রত্যেক গুনাহ থেকে বাচার চেষ্টা এবং বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশের চিন্তা করা চাই।

## নেক আমল নম্বর ২৮ এর উৎসাহ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নিজেকে নিজে গুনাহ থেকে বাচা ও নেক আমল করার অভ্যাস গড়ে তুলার জন্য আশেকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২ দ্বীনের দ্বীনি কাজের দিকে সামনে আগ্রসর হয়ে অংশ গ্রহরণ করুন اِنْ شَآءَ الله

এর বরকতে নেকী করা, গুনাহ থেকে বাচা ও ঈমান হেফাযতের জন্য মনমাসিকতা সৃষ্টি হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه পনেরো শতাব্দীর মহান জ্ঞানী ও রুহানী ব্যক্তিত্ব শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে নেকী করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতি সম্বলিত "৭২টি নেক আমল" পুস্তিকা প্রশ্নকারে দান করেছে এই পুস্তিকা প্রতিদিন পূরণ (অর্থাৎ Fill) করা অভ্যাস গড়ে তুলুন, اِنْ شَآءَ الله আপনি নিজের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করবে। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রদত্ত "৭২টি নেক আমলের" মধ্যে হতে একটি নেক আমল ২৮ এটা রয়েছে যে আপনি কি আজ গুনাহ হয়ে যাওয়া অবস্থায় সাথে সাথে তাওবা করেছেন? (হায় যদি প্রতিদিন কমপক্ষে ৭০বার ইস্তিগফার যেমন اَسْتَغْفِرُ الله ৭০বার পাঠ করা সৌভাগ্য নবীব হয়ে যেতো!)

## অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়

হাদীসে মোবারাকায় এসেছে যে, "যখন কোন মানুষ গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। দ্বিতীয়বার গুনাহ করলে ২য় বার কালো দাগ পড়ে, এমনিভাবে তার অন্তর ধীরে ধীরে কালো হয়ে যায়। ফলে ভাল কথাও তার অন্তরে কোন প্রভাব বিস্তার করে না।" **(দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)** এখন স্পষ্ট যে, যার অন্তরই মরিচা ধরে ও কালো হয়ে গেছে তার অন্তরে ভালো কথা, উপদেশ কিভাবে প্রভাব ফেলবে? রমযান মাস হোক কিংবা রমযান ব্যতীত অন্য মাস এ ধরনের মানুষের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তার অন্তর নেকীর দিকে ঝুঁকেই না। যদিও সে নেকীর দিকে এসেও যায় তাহলে প্রায় তার অন্তর সে

ময়লার কারণে নেকীর সাথে ভালভাবে লাগতে পারে না এবং সে সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার বাহানা খোঁজার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তার অন্তর তাকে দীর্ঘ আশার স্বপ্ন দেখায়, অলসতা তাকে ঘিরে রাখে, আর সেই দুর্ভাগা সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশ থেকে দূরে গিয়ে পড়ে।

## অন্তরের কালো দাগের চিকিৎসা

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই কালো অন্তরের চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরী এবং এই চিকিৎসার একটি কার্যকরী মাধ্যম হচ্ছে পীরে কামেল, অর্থাৎ কোন বুযুর্গ ব্যক্তির হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করা, যিনি পরহেযগার ও সুন্নাতের অনুসারী। যার সাক্ষাৎ আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণ করিয়ে দেয়। যার কথা নামায ও সুন্নাতের প্রতি ধাবিত করে। যার সংস্পর্শ মৃত্যু ও আখিরাতের প্রস্তুতির প্রেরণা বৃদ্ধি করে। যদি এরূপ পীরে কামেল পেয়ে যায় তবে اِنْ شَآءَ الله অন্তরের কালো দাগের চিকিৎসা অবশ্যই হয়ে যাবে। **(ফয়যানে সুন্নাত, ৬৭০ পৃষ্ঠা)** আর আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া যে, তিনি প্রত্যেক যুগে যুগে তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের সংশোধনের জন্য আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সৃষ্টি করেছেন। যারা তাদের মুমিন সূলভ কৌশল ও অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে মানুষদের এই মানসিকতা প্রদান করেন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" (اِنْ شَآءَ الله) বর্তমান যুগে কামিল মুর্শিদের একটি যোগ্য উদাহরণ হলেন শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, যাঁর বিলায়তের দৃষ্টি লাখো মুসলমানের বিশেষকরে যুবকদের জীবনে পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন। যে ইসলামী ভাইয়েরা

কোন পীরের মুরীদ হননি তাদের খেদমতে পরামর্শ সূলভ আরয করছি যে, নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের এই যুগের সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ার মহান বুযুর্গ এবং মহান ইলমী ও রূহানি ব্যক্তিত্ব, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ হয়ে যান। নিঃসন্দেহে মুরীদ হওয়াতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই, উভয় জগতে اِنْ شَآءَ الله উপকারীই উপকার। কে জানে কখন তাঁর দৃষ্টি আমাদের উপর পরে যায় এবং আমাদের জাহির ও বাতিনের সকল ময়লা এবং অন্তর ও চিন্তার সকল কালোত্ব ধুয়ে দেয়।

মনে রাখবেন! কোন ব্যক্তিকে সর্বদা গুনাহে লিপ্ত দেখে তার সম্পর্কে কখনোই এরূপ বলার অনুমতি নেই যে, এর অন্তরে মোহর লেগে গেছে বা এর অন্তর কালো হয়ে গেছে, তাইতো নেকীর দাওয়াত এর উপর প্রভাব বিস্তার করেনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক এই বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান যে, তাকে তাওবার তৌফিক দান করে দেয়ার, যাতে সে সঠিক পথের দিশা পায়। তাই কারো পিছে পরার পরিবর্তে নিজের জাহির ও বাতিনকে সজ্জিত করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের অন্তরের কালোত্বকে দূর করে দিন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## রুহানী চিকিৎসা বিভাগ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী ৮০টিরও বেশী বিভাগে দ্বীনি কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে "রুহানী চিকিৎসা", যাতে রোগী এবং পেরেশানগ্রস্থ ইসলামী ভাইদের কল্যাণ কামনায় ব্যস্ত রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দুঃখগ্রস্থ উম্মতের আগ্রহের ভিত্তিতে এই বিভাগের পক্ষ থেকে প্রত্যেক

মাসে প্রায় দুই লক্ষ্য চব্বিশ হাজার (২,২৪০০০) অসুস্থ্যদের ও পেরেশান গ্রস্থ লোকদেরকে প্রায় ৪ লাখের চেয়েও বেশি তাবিযাতে আত্তারিয়্যা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ফ্রীতে দেয়া হয়। তাবিযাতে আত্তারিয়্যার বরকতে কেবল কয়েকটি এলাকা বা শহরে সীমা বদ্ধ নয় বরং পাকিস্থানের সমস্ত প্রদেশসমূহের অসংখ্যা শহরে অসংখ্যা স্টল বসা হচ্ছে। এরই পাশা-পাশে অন্যান্য দেশ যেমন সাউথ আফ্রিকা, আমিরিকা, ইংলেন্ড, বাংলাদেশ এবং হিন্দী ইত্যাদিতেও তাবিযে আত্তারিয়্যা অসংখ্যা স্টলের ব্যাবস্থা রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের উচিৎ যে, দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং দুনিয়াবী খেল তামাশায় সময় নষ্ট করার পরিবর্তে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য অধিকহারে নেক আমল করুন। কেননা আমাদের এই জীবন খেলাধুলা এবং চিত্তবিনোদনের জন্য নয় বরং এরূপ কাজের জন্য দেয়া হয়েছে, যা সম্পাদনে রাব্বুল আনামের সন্তুষ্টি অর্জিত হবে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় দুনিয়া মিষ্টি এবং সতেজ আর আল্লাহ পাক এই দুনিয়ায় তোমাকে খেলাফত প্রদান করেন, ব্যস দেখেন যে, তোমরা কিরূপ আমল করো।

**(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতন, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০০০)**

ব্যস মনে রাখবেন! মৃত্যুর পর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে, যদি দুনিয়ায় ভাল আমল করে থাকে তবে এর প্রতিদান পাবে এবং যদি আল্লাহ না করুক নফস ও শয়তানের ধোকায় পরে জীবনকে গুনাহের মধ্যে অতিবাহিত করে তবে জাহান্নামের শাস্তির

অধিকারী সাব্যস্ত হবে। যেমনটি ৩০ পারার সূরা যিলযালের ৭ ও ৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

**(পারা ৩০, সূরা যিলযাল, আয়াত ৭ ও ৮)**

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সুতরাং যে এক অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।

নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান সেই, যার মন ও মনে গুনাহের ভয়াবহতা দ্বীর্ঘস্থির হয়ে আছে এবং সে শুধু নিজেকে এর থেকে বাঁচায় না বরং নেকী করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করে, কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! দ্বীন থেকে দূরত্ব এবং ইসলামী জ্ঞানের অভাবের প্রতিফল আমাদের সামনে বিদ্যমান যে, চারিদিকে গুনাহের প্রচন্ডতা চলছে, যেদিকেই দৃষ্টি দিই আমলহীনতায় ও বিপদগামী, অতচ আল্লাহ পাকের বিধানাবলীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার প্রতিফল ধ্বংসযজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নেই।

## গুনাহের দশটি ক্ষতি

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নিশ্চয় গুনাহের মাধ্যমে কখনোই কোন উপকারীতা অর্জিত হতে পারেনা, বরং এতে ক্ষতিই ক্ষতি। গুনাহের কিরূপ ভয়াবহতা যে, এর ধ্বংসযজ্ঞতার অনুমান এই বিষয় থেকে করুন।

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: তোমরা আল্লাহ পাকের এই বাণী দ্বারা কখনোই ধোঁকায় পরোনা:



www.dawateislami.net

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا

**(পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত ১৬০)**

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যে কেউ একটা সৎকর্ম করবে, তবে তার জন্য তদনুরূপ দশগুণ রয়েছে আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, তবে এর প্রতিফল শুধুমাত্র ততটুকুই প্রদান করা হবে।

কেননা গুনাহ যদিওবা একটিই হয় তবুও নিজের সাথে দশটি মন্দ স্বভাব নিয়ে আসে: (১) যখন বান্দা গুনাহ করে তখন আল্লাহ পাককে রাগান্বিত করে এবং তিনি তা পূরণ করার উপর ক্ষমতা রাখে (২) সে (গুনাহ সম্পাদনকারী) অভিশপ্ত ইবলিশকে আনন্দিত করে (৩) জান্নাত থেকে দূরে হয়ে যায় (৪) জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে যায় (৫) সে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ অর্থাৎ নিজের স্বত্বাকে কষ্ট দেয় (৬) সে তার বাতিনকে অপবিত্র করে দেয় অথচ সে পবিত্র হয়ে থাকে (৭) আমল লিখক ফিরিশতা অর্থাৎ কিরামান কাতেবীনকে কষ্ট দেয় (৮) সে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রওযায়ে মোবারাকায় দুঃখিত করে দেয়। (৯) জমিন ও আসমান এবং সকল সৃষ্টিকে নিজের অবাধ্যতার স্বাক্ষী বানিয়ে নেয় (১০) সে সকল মানুষের সাথে খেয়ানত করে এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য করে থাকে। **(বাহরুদ দুমু, আল ফসলুস সানি আওয়াকিবুল মা'ছিয়াতি, ৩০ পৃষ্ঠা)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** গুনাহের কারণে আখিরাতের ক্ষতিসমূহ এবং জাহান্নামের আযাবের শাস্তি ও কবরে বিভিন্ন ধরনের আযাবে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে তো প্রত্যেক ব্যক্তি জানে, কিন্তু মনে রাখবেন! গুনাহের ভয়াবহতায় মানুষ দুনিয়ায়ও বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হতে থাকে, যার মধ্যে কয়েকটি হলো: (১) রোজগার কমে যাওয়া (২) বালা মুসিবদের আধিক্য (৩) বয়স কমে যায় (৪) অন্তরে এবং অনেক সময় পুরো শরীরে হঠাৎ

দূর্বলতা সৃষ্টি হয়ে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় (৫) ইবাদত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া (৬) জ্ঞান লোপ পাওয়া (৭) মানুষের দৃষ্টিতে অপদস্ত হয়ে যাওয়া (৮) ক্ষেত-খামারের উৎপাদন কমে যাওয়া (৯) নেয়ামত হারিয়ে যাওয়া (১০) সবসময় মন খারাপ থাকা (১১) হঠাৎ আরোগ্য-হীন রোগে আক্রান্ত হয়ে যাওয়া (১২) আল্লাহ পাক, তাঁর ফিরিশতা, নবীগণ এবং নেক বান্দাগণের অভিশাপে গ্রেফতার হয়ে যাওয়া (১৩) চেহারা থেকে ঈমানের নূর চলে যাওয়ার কারণে চেহারা নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া (১৪) লজ্জা ও আত্মসম্মানবোধ চলে যাওয়া (১৫) চারিদিক থেকে অপমান, অপদস্ততা হয়ে যাওয়া (১৬) মৃত্যুর সময় মুখ থেকে কালিমা উচ্চার না হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহের ভয়াবহতার কারণে বড় বড় দুনিয়াবী ক্ষতি হতে থাকে।

**(জান্নাতী যেওর, ১৪৩ পৃষ্ঠা)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো গুনাহের কারণে দুনিয়াবীর ক্ষতিও কত বেশি, অসুস্থ্য হয়ে যাওয়া, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাওয়া, ইবাদত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া, জ্ঞান হ্রাস পাওয়া, সব সময় টেনশনে থাকা এগুলো যদি আমরা চিন্ত করে দেখি অনেক লোক এসবের মধ্যে লিপ্ত আছে কিন্তু আফসোস আমরা মনে করি যে এসব অন্য কোন কারণে হয়েছে অথচ এগুলো আমাদের গুনাহের কারণে হয়ে থাকে এই জন্য আমাদের উচিত যে গুনাহ থেকে নিজেকে নিজে বাচায় তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতি সমূহ থেকে বাচা যেতে পারে যে দুনিয়ার কষ্ট তো কোন রকমের সহ্য করা যাবে কিন্তু আখিরাতের শাস্তি কখনো সহ্য করা যাবে না। এই জন্য গুনাহ থেকে দৃঢ় তাওবা করুন এবং আগামিতে নেক আমল করে জীবন অতিবাহিত করার নিয়্যত করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আসুন! সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি গুনাহ এবং এর ভয়াবহতা ও ধ্বংসযজ্ঞতা সম্পর্কে শ্রবণ করি আর এর থেকে বাঁচার দৃঢ় অঙ্গিকার করি। সুতরাং এর মধ্যে একটি মিথ্যাও। এটি ঐ মন্দ অভ্যাস, দ্বীন ও দুনিয়ায় মিথ্যুকের কোন স্থান নেই। মিথ্যুক ব্যক্তি সব জায়গায় অপমান ও অপদস্ত হয়ে থাকে এবং সকল বৈঠক ও জনসম্মুখে অবজ্ঞা ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: "বান্দা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা বলা এবং ঝগড়া করা ছাড়বে না, যদিওবা সত্যবাদী হোকনা কেন।" **(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আবী হুরায়রা, হাদীস নং-৮৬৩৮, ৩য় খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা)** অনুরূপভাবে গীবতের ভয়াবহতা যে, এটি মন্দ মৃত্যুর কারণ, অধিকহারে গীবতকারীর দোয়া কবুল হয়না, গীবতের কারণে নামায রোযার নূরানিয়্যত চলে যায়, গীবতের ভয়াবহতার অনুমান প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী দ্বারাও করুন যে, اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا অর্থাৎ গীবত যেনার চেয়েও বড় গুনাহ। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪)** অনুরূপভাবে চুগলীর কারণেও ঘর ধ্বংস, পরস্পর বিতর্ক এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষ লালিত হয় এবং এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ তালাও পছন্দ করেননা, হাদীসে পাকে এসেছে যে, আল্লাহ পাকের নেক বান্দা হলো সেই যাকে দেখলে আল্লাহ পাককে স্মরণ আসে এবং আল্লাহ পাকের মন্দ বান্দা হলো নেই, যে চোগলখোরি করে, বন্ধুদের মাঝে দূরত্ব এবং নেক লোকেদের দোষ অন্বেষণ করে। **(মুসনাদের আহমদ, ৬/২৯১, হাদীস নং-১৮০২০)** চুগলীর ন্যায় গালাগালি থেকেও ফিতনা ফ্যাসাদ, পরস্পর ঘৃণা জন্ম নেয়, খুন খারাবী, ঝগড়া এবং খুবই ধ্বংসযজ্ঞতা হয়ে থাকে। নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুসলমানকে গালি দেয়া, নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করার মতোই।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল**



www.dawateislami.net

**আদব, ৩য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৩৬৩)** অনুরূপভাবে হিংসাও খুবই মন্দ স্বভাব এবং অনেক বড় গুনাহ, হিংসুক সারা জীবন মনে কষ্টের আগুনে জলতে থাকে এবং তার প্রশান্তি নসীব হয়না, হিংসা নেকীকে এমনভাবে গ্রাস করে, যেমন আগুন লাকড়ীকে পোড়ায়। এভাইে অহঙ্কারের প্রতি যদি দৃষ্টি দেয়া হয় তবে এর কারণে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি, সৃষ্টির বিষন্নতা, হাশরের ময়দানে অপমান ও অপদস্ততা, প্রতিপালকের রহমত এবং জান্নাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত ও জাহান্নামের অধিকারী হওয়ার মতো বড় বড় ক্ষতির সম্মুখিন হতে হবে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

**(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১৪৭, ৬০ পৃষ্ঠা)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো! এই গুনাহ সমাজে কিরূপ অপকর্মের জন্ম দেয়। সুতরাং গুনাহ ছোট হোক বা বড়, এর থেকে বেঁচে থাকাই নিরাপত্তা, যেমনটি হযরত বিলাল বিন সা'আদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: গুনাহ ছোট হওয়ার দিকে তাকিয়ো না বরং এটা দেখো যে, তুমি কার অবাধ্যতা করছো। **(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, ১/২৭)** সুতরাং যদি গুনাহের ইচ্ছা পোষণ করার সময় আমাদের এই মাদানী ভাবনা হয়ে যায় যে, আমি যেই প্রতিপালকের অবাধ্যতা করছি, তিনি তো আমাকে সর্বদা সর্ববস্থায় আমাকে দেখছেন, তবে اِنْ شَآءَ الله অনুরূপভাবে অনেকাংশে গুনাহ থেকে মুক্তি নসীব হয়ে যাবে।

## গুনাহ থেকে বাঁচার কিছু পদ্ধতি

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** গুনাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাদের উচিত যে ঐ কাজ করা যেগুলো আমাদেরকে গুনাহ থেকে বাধা দিবে সেটা কি কাজ আসুন সে সম্পর্কে শুনি। যেমনিভাবে-

আল্লাহ পাকের বাণী:

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

**(পারা ২১, সূরা আনকাবুত: আয়াত ৪৫)**

**কাযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেতে বিরত রাখে।

সদরুল আফাযিল আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদআবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের তাফসিরে লিখেন: যে ব্যক্তি নামাযের যত্নবান হয় এবং তা ভালোভাবে আদায় করে ফলাফল এটা হয় যে একদিন সেই ব্যক্তি মন্দকে পরিহার করে দিবে যেগুলোতে সেই জড়িত ছিলো। হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে একজন নসরা যিনি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে নামায পড়তো আর অনেক কবিরা গুনাহ করতো হুযুরের নিকট এর অভিযোগ করলো। তখন ইরশাদ করেন: তার নামায কোন একদিন তাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখবে। যেহেতু তিনি অনেক কাছাকাছি সময় তিনি তাওবা করেছে এবং তার অবস্থা ভালো হয়ে গেলো। হযরত হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যার নামায তাকে অশ্লীল ও নিষেধাজ্ঞা কাজ থেকে বিরত না রাখে সেটা নামাযই নয়।

## দাড়িও গুনাহ থেকে বিরত রাখে

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** দাড়ি আম্বিয়াগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং আমাদের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এত প্রিয় সুন্নাত যে এর বরকতে গুনাহ



www.dawateislami.net

থেকে বাচতে পারেন। যেমন মুফাসিসর হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দাড়ি পুরুষদের আনেক গুনাহ থেকে বিরত রাখে কেননা দাড়ি পুরুষদের প্রতি বুযুর্গের ভাব নিয়ে আসে সেই ব্যক্তি মন্দ কাজ করলে তার লজ্জা হয় যে, যদি কেউ দেখে ফেলে তাহলে বলবে যে এমন দাড়ি আর তোমার এমন কর্ম। দাড়িকেও তুমি সম্মান করোনি এই ধারণা অনেকই ফালতু কথা ও প্রকাশ্য মন্দ কাজ থেকে বেঁচে যায় এই পরীক্ষা যে, নামায ও দাড়ি আল্লাহ পাকের দয়ায় মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। **(ইসলামী জীবন, ৯২ পৃষ্ঠা)**

হযরত শাকিক বলখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটির মধ্যে পেয়েছি: (১) গুনাহের চিকিৎসা চাশ্তের নামাযে (২) কবরে আলো তাহাজ্জুদে (৩) মুনকার নকীরের উত্তর তিলাওয়াতে কুরআনে (৪) পুলসিরাতের নিরাপত সহকারে অতিক্রম করা রোযা এবং সদকা ও দান-খয়রাত (৫) হাশরের দিনে আরশের ছায়া পাওয়াতে কোণের বাস্থান ।

**(মুলাখাসান মিন শরহে সুদুর, ১৪৮ পৃষ্ঠা)**

লজ্জাও গুনাহ থেকে বাঁচার একটি উত্তম মাধ্যম: কোন বুযুর্গ নিজের ছেলেকে নসিহত করলেন (যার সারাংশ এটা যে) যখন গুনাহ করার সময় তোমার আসমান ও যমিনে কেউকে লাজ্জা করো না তাহলে তুমি নিজেকে নিজে চতুষ্পদের মধ্যে গণ্যনা করো। **(লজ্জাশীল যুবক, ৫৮ পৃষ্ঠা)**

গুনাহ থেকে বাচার অভ্যাস গড়ে তুলার জন্য গুনাহ থেকে বাঁচার উপকারীতা, সেগুলোর ক্ষতি সমূহ এবং অখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে থাকা উচিত। এছাড়া বিভিন্ন কষ্ট ও ভোগান্তি জিনিস দেখে শিক্ষা অর্জন করা উচিত আমি যে অমুক গুনাহ করেছি যদি এর বিনিময়ে আমাকে দুনিয়াতেই (যেমন আগুণে জলা, সাঁপ বিচ্ছু ইত্যাদির কামড়ে) এধরণের

কষ্টে জড়িত করে দেয় যেগুলো কবর ও জাহান্নামের আযাবের কষ্ট থেকে অনেক বেশি হালকা যেটা সহ্য করতে পারবো না তাহলে দুযখের যন্ত্রণাদায়ক আযাব কিভাবে সহ্য করবো?

গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও মুক্তি পাওয়ার একটি উত্তম মাধ্যম হলো কোন উত্তম প্রবিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াও। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আল্লাহ পাকের মাহান নিয়ামত দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ। আপনিও দ্বীনি প্রবিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ الله গুনাহের প্রতি ঘণা, নেকীর ভালোবাসার পাশা-পাশি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

**(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## সৈয়দ বংশীয়দের সম্মানের মাদানী ফুল

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সৈয়দ বংশীদের সম্মান সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমেই প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী পর্যবেক্ষণ করি। (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে আমার আহলে বাইতের মধ্যে কারো সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, আমি

কিয়ামতের দিন তাকে এর প্রতিদান দিবো। **(জা' মেয়ে সগীর, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৮২১)** (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্য থেকে কারো সাথে দুনিয়ায় নেকী (কল্যাণ) করবে, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে তখন তার প্রতিদান দেয়া আমার উপর আবশ্যক। **(তারিখ বাগদাদ, ১০/১০২, হাদীস নং-৫২২১)** ✸ সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান করা ফরয এবং তাদের অপমান করা হারাম। **(কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সওয়াল জাওয়াব, ২৭৭ পৃষ্ঠা)** ✸ সৈয়দ বংশীদের সম্মান ও আদবের আসল কারণ এটাই যে, এরা রাসূলে কায়েনাত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীরের অংশ।

**(সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ৭ পৃষ্ঠা)**

## ঘোষণা

সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান সম্পর্কে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

# দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

## (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)**

## (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

## (৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**



www.dawateislami.net

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

**প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

**(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**